দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 31 2000 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ক্যাম্পাস

ঢাকার নীলক্ষেত থেকে আজিমপুর যেতে যে কলেজটি চোখে পড়ে সেটি সরকারী গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ। ১৯৬১ সালে একজন আমেরিকান মহিলার ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর হামিদা খানম এর সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি এ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা। বর্তমানে অবসরে আছেন। কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। পাকিস্তান আমলে আমেরিকার সাহায্যেই চলত এই কলেজ। বাংলাদেশে মোট তিনটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ আছে। বাকি দুটির একটি রাজশাহীতে অপরটি ধানমন্ডিতে। তবে দুটিই বেসরকারী।

সরকারী এই বৃহত্তর কলেজে সম্মান ও পাস কোর্স আছে। সুন্দর ছিমছাম পরিবেশে মুখরিত এই কলেজের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। শিক্ষক রয়েছেন ৫০ জন। বিভাগ আছে ৫টি। এর মধ্যে অনার্স কোর্সগুলো হচ্ছে- খাদ্য ও পুষ্টি, শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক, গৃহ পরিচালনা ও বাসস্থান, বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প, ব্যবহারিক শিল্পকলা। পাস কোর্সের বিভাগ তিনটি। এসব বিষয়ের পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, পরিসংখ্যান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান পড়ানো হয়। পড়াশোনার পদ্ধতি সম্পর্কে ২য় বর্ষের গৃহ পরিচালনা ও বাসস্থান বিভাগের ছাত্রী নিপার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম- সাম্প্রতিক বিশ্বে এ বিষয়ের ভূমিকা আছে কি? তিনি বলেন, ভূমিকা অবশ্যই আছে। জাপান ও আমেরিকাতে এ বিষয়ের কলেজ আছে। তা ছাড়া এ কলেজ থেকে ভালো রেজাল্ট করলে খুব সহজেই দেশের বাইরে পড়াশোনার সুযোগ আছে। বড় বড় ডিজাইনার হওয়ার সুযোগ এখানে আছে। ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল তো এখানকারই ছাত্রী। কলেজে হোস্টেল আছে দুটো, যা ছাত্রীদের তুলনায় কম। পুরাতন এবং নতুন। নতুন হোস্টেল স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। নতুন হলে ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ১০০ জন। আর পুরাতন হলে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন।

হোস্টেল সমস্যা নিয়ে কথা হয় সুফিয়ার সাথে। তার মতে, ডাইনিং-এ খাওয়ার মান মোটামুটি। তবে সিট সমস্যা খুব। মেয়েদের তুলনায় সিট কম। তাই আরো হোস্টেল হওয়া দরকার।

মেয়েদের পার্টটাইম, ফুলটাইম চাকরি সম্বন্ধে জ্যোতি বলেন, এখানে অনেক ছাত্রী আছে যারা পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম, ফুলটাইম চাকরি করছে। কারণ এ বিষয়ে চাকরি পাওয়া তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। বিভিন্ন এনজিও, ব্যাংক, ফ্যাশন ডিজাইনার প্রভৃতিতে চাকরি সহজেই হয়ে যাচ্ছে। পুরাতন হোস্টেলের ছাত্রী শিউলির মতে, হোস্টেল জীবনে সমস্যা থাকলেও এ জীবন চমৎকার। সবাই মিলে একসাথে থাকা, খাওয়া, আড্ডা মারা কোথায় পাবো? বৃষ্টির দিনে সবাই পানিতে ভিজা, একসাথে খিচুড়ি খাওয়া, হঠাৎ মনে হল বাইরে ঘুরবো, বেরিয়ে পড়লাম সবাই মিলে। এখানে যা করি তা বাসায় সম্ভব নয়। তাই হোস্টেল জীবন ভীষণ ভাল লাগে।

❑ আনজুমান আরা শিল্পী